গ্রীক্ষত মহারাজ শ্রীল শুকদেব গোস্বামীকে কহিলেন—"তে প্রভো! দেবগণেরও শুদ্ধসত্ত অমলাত্মা ঋষিগণের মুকুন্দচরণে প্রায়শঃ ভক্তির উদয় হয় না। সহস্র সহস্র মুক্ত মহাপুরুষগণের মধ্যে কোনও একজন সিদ্ধিলাভ করেন। আবার সেই সিদ্ধমহাপুরুষের কোটি কোটির মধ্যেও প্রশান্তাত্মা (কামাদি দারা অক্ষোভিতচিত্ত) নারায়ণ সেবাপরায়ণ ভক্ত স্ত্রভ। এইরূপ বলিয়া দেব ও ঋষিগণের সন্থাদি সদ্গুণের সন্থা থাকা সম্বেও ভক্তির অভাব হৈতুক "রজস্তমঃ স্বভাবস্থা ব্রহ্মণ্র্বত্রস্থা পাপনঃ। নারায়ণে ভগবতি কথমাসীদৃঢ়ামতিঃ॥" ৬।১৪।১॥ শ্লোকে হে ব্রহ্মণ্! রজস্তমঃ স্বভাব পাপীয়ান্ বৃত্তের ভগবান্ শ্রীনারায়ণে কি প্রকারে অবিচলামতি হইয়াছিল? পরীক্ষিত মহারাজের এইরূপ উক্তি দারা সন্থাদি সদ্পুণের অভাবে ও শ্রীভগবানে ভক্তির "সন্থা থাকা জন্য, সন্ধ, রজঃ ও তমোগুণ ষে ভগবন্তক্তির কারণ হইতে পারে না, তাহা সুস্পষ্টরূপেই দেখান হইয়াছে। কিন্তু এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশুকমুনি সেই বৃত্রাস্থরের পূর্বেজন্মে (চিত্রকেতু জন্মে) শ্রীনারদ, অঙ্গিরা প্রভৃতি সাধুসঙ্গের কথা বর্ণন করিয়া এবং "নৈষাংমতিস্তাবছুরুক্রমাজিবং স্পৃশত্যনর্থাপগ্রেমা যদর্থঃ। মহীয়সাং পাদরজোহভিষেকং নিদ্ধিঞ্চনানাং ন বুণীত যাবং॥" যতদিন পর্য্যস্ত নিষ্কিঞ্চন মহাপুরুষগণের চরণধূলিতে নিজ অভিষেক প্রার্থনা না করিবে, ততদিন পর্যান্ত এইসকল গৃহত্রতীগণের মতি শ্রীগোবিন্দচরণ স্পর্শ করিতে পারে না। যে মতি ঐীগোবিন্দচরণ স্পর্শ করে, তাহাতে স্কুক্তোখ, তৃষ্টোখ, অপরাধোখ এবং ভজনোখ—এই চারিপ্রকার অনর্থ ই নিবৃত্ত হইয়া থাকে। শ্রীমান্ প্রহলাদ মহাশয়ের এই উক্তির দারা ও শ্রীভগবং-কুপাপরিমলে সুগন্ধি শক্তিমান্ মহাপুরুষের সঙ্গই যে শ্রীভগবানে ভক্তি-প্রাপ্তির প্রতি মুখ্য কারণ, তাহা দেখান হইয়াছে। সেই সাধু-ভক্তসঙ্গ "कृषग्रारमा नरवनाथि न यर्गः नाथूनर्डवः। छगवः मिष्ठमञ्च पर्वानाः ১।১৮।:৩॥ শ্লোকে এশোনকাদি ঋষিগণ শ্রীস্ত-কিমৃতাশিষঃ ॥" গোস্বামীকে কহিলেন—"হে সৃত! ভগবানে যাঁহাদের গাঢ় আসক্তি আছে, সেই সকল ভক্তের লবকাল সঙ্গে যে অপার আনন্দসিন্ধু উচ্ছলিত হয়, স্বর্গে বা নোক্ষে দে আনন্দসিমুর এককণাও লাভ হয় না বলিয়া আমরা সাধুসঙ্গের সহিত তাহাদের তুলনা করিতে সম্ভাবনা করি না। যেমন স্থমের পর্বতের সহিত একটি সর্যপের তুলনা সর্বথা অসম্ভব, রসিক ভক্তসঙ্গের সহিত স্বর্গ বা অপবর্গের তুলনাও তেমনি অসম্ভব। অনা তুচ্ছরাজ্যাদি সম্পদ-সুখের সহিত যে ভক্তসঙ্গের তুলনা হইতেই পারে না—